যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
তারিখঃ ১২-০৫-২০২৪ (পৃঃ ১৩)

আউশ ধানের উৎপাদন বাড়াতে দরকার উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবন

■ ইমরান ছিদ্দিকি

বাজারে চালের দাম কমাতে বৃষ্টিনির্ভর আউশ ধানের উৎপাদন বাড়াতে হবে। বাংলাদেশে তিন মৌসুমে ধানের চাষ করা হয়- আউশ, আমন ও বোরো ধান। বোরো ধান চাষে প্রচুর ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহৃত হয়। এতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্তর দিনে দিনে নিচে নামছে। আউশ ধানের আবাদ বৃষ্টিনির্ভর, এ ধান উৎপাদনে সেচ খরচ সাশ্রয় হয়।

উচ্চফলনশীল আউশের (উফশী) জাতের ধান চাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। এ বছর কৃষি মন্ত্রণালয় আউশ ধানের চাষাবাদ বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা ও ভর্তুকি প্রদান করছে। এতে অধিকসংখ্যক কৃষক আউশ ধান চাষে উৎসাহী হবেন বলে আশা করা যায়। চলতি আউশের আবাদ ও উৎপাদন বাড়াতে সরকার ৬৪ কোটি ১৫ লাখ টাকার প্রণোদনা দিয়েছে। সারাদেশের ৯ লাখ ৪০ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এ প্রণোদনার আওতায় বিনামূল্যে বীজ ও সার পেয়েছেন। উচ্চফলনশীল আউশ ধানের উৎপাদন বাড়াতে এ প্রণোদনার আওতায় একজন কৃষক এক বিঘা জমিতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে পেয়েছেন। অধিক ফলনশীল ব্রিধান-৪৮, ব্রিধান-৮২, ব্রিধান-৮৫, ব্রিধান-৯৮, বিনাধান-১৯ ও বিনাধান-২১ এর বীজ দেওয়া হয়।

স্থানীয় জাতের আউশ ধানের জাত যেমন- ভইরা, কালা মানিক, শঙ্খপটি, সাইটা, শনি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত জাতের চেয়ে বৃষ্টিনির্ভর আবাদে বেশি ফলন দেয়। এছাড়া আরও দেখা যায় যে, স্থানীয় আউশ ধানের জাতগুলো ভালোভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করতে পারে। ভইরা, কালা মানিক, এবং শঙ্খপটী হেক্টরপ্রতি ৪.১ টন ধান ফলন হয়েছে। সবচেয়ে বেশি স্থানে আবাদ করা হয় পরাঙ্গী, কালামানিক, সূর্যমুখী, যাইট্টা, মাটিচাক, পঙ্খীরাজ, লক্ষীলতা, নরই, বটেশ্বর, কটকি, কইয়াজুরি ইত্যাদি। এসব ছাড়াও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আউশের বেশ কিছু জাত উদ্ভাবন করেছে।

উল্লেখযোগ্য হলো; বিরি-২৮, বিআর-২১, বিআর-২৬, বিআর-২৭, বিআর-৪৮, বিআর-৫৫ ইত্যাদি।

আউশ ধান দুইভাবে চাষ করা হয়। বোনা আউশ এবং রোপা আউশ।

বোনা আউশের জনপ্রিয় আধুনিক জাতসমূহ : ব্রিধান-৪৩, ব্রিধান-৬৫, ব্রিধান-৮৩ এবং বিনাধান-১৯।

রোপা আউশ ধানের আধুনিক জাতসমূহ: ব্রিধান-৪৮, ব্রিধান-৮২, ব্রিধান-৮৫, বিনাধান-১৯ এবং ব্রি হাইব্রিড ধান-৭।

বিনাধান-১৯ প্রচণ্ড খরা সহিষ্ণু হওয়ায় খরা মাটি পছন্দ করে। বোনা ও রোপা উভয় পদ্ধতিতে চাষ উপযোগী। গাছ হেলে পড়ে না। জীবনকাল ৯৫-১০০ দিন। চাল সরু ও লম্বা। ফলন ৪-৫ টন হেক্টরে। ব্রিধান-৪৩ জাতটি বৃষ্টিপ্রবণ এবং খরাপ্রবণ উভয় অঞ্চলের জন্য উপযোগী। আগাম জাত, জীবন কাল ১০০ দিন। খরা সহিষ্ণু। কাণ্ড বেশ শক্ত বলে সহজে হেলে পড়ে না। ফলন ৩.৫ টন হেক্টরে। ব্রিধান ৪৮ অধিক ফলনশীল এ জাতটি রোপা আউশ মৌসুমের জন্য উপযোগী। জীবনকাল ১১০ দিন। কাণ্ড বা ডাল শক্ত হয়। চাল মাঝারি মোটা ও সাদা। ফলন ৫.০ টন হেক্টরে হয়। ব্রিধান ৬৫ : বোনা আউশ মৌসুমের খরা সহনশীল জাত। গাছ খাটো ও কাণ্ড শক্ত হওয়ায় হেলে পড়ে না। শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না। চাল মাঝারি চিকন ও সাদা এবং ভাত ঝরঝরে। জীবনকাল ১০০ দিন। ফলন ৩.৫-৪ টন হেক্টরে। ব্রিধান-৮২ অধিক ফলনশীল হয়। এ জাতটি রোপা আউশ মৌসুমের জন্য উপযোগী। গাছের উচ্চতা ১১০ সেমি.। জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। কাণ্ড শক্ত। চাল মাঝারি মোটা ও ভাত ঝরঝরে। ফলন ৪.৫-৫.০ টন হেক্টরে।

ব্রিধান-৮৩ : বোনা আউশ মৌসুমের খরা সহনশীল জাত। গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সেমি। কাণ্ড শক্ত হওয়ায় হেলে পড়ে না এমনকি ধান পাকার পরও গাছ হেলে পড়ে না। দানার রং লালচে যা স্থানীয় কটকতারা জাতের অনুরূপ। চাল মাঝারি মোটা ও সাদা এবং ভাত ঝরঝরে। জীবনকাল ১০৫ দিন। ফলন ৪-৫ টন হেক্টরে। ব্রিধান-৮৫ অধিক ফলনশীল এ জাতটি কুমিল্লা অঞ্চলসহ দেশের পূর্বাঞ্চলে রোপা আউশ মৌসুমের জন্য উপযোগী। জলাবদ্ধতা সহনশীল হওয়ায় আউশ মৌসুমে অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকাতেও চাষ করা সম্ভব। গাছের উচ্চতা ১১০ সেমি.। জীবনকাল ১০৮-১১০ দিন। কাণ্ড শক্ত। চাল মাঝারি লম্বা ও চিকন এবং ভাত ঝরঝরে। ফলন ৪.৫-৫.০ টন হেক্টরে।

ব্রি হাইব্রিড ধান ৭ : আউশ মৌসুমে চাষযোগ্য একমাত্র হাইব্রিড ধানের জাত। রোপা আউশ মৌসুমে প্রচলিত অন্যান্য জাতের চেয়ে অধিক ফলনশীল, ফলন ৬.৫-৭০ টন হেক্টরে।

বোনা আউশের মূল জমিতে বীজবপন ২৫ মার্চ হতে ২০ এপ্রিল, রোপা আউশের বীজতলায় বীজবপন ৩০ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত উপযুক্ত সময়। বীজ ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে ১০ কেজি বিঘা প্রতি। চারা রোপণ করতে হবে ১৫ এপ্রিল হতে ১০ মে পর্যন্ত। প্রতি গোছায় ২টি করে ৮ ইঞ্চি ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে। ইউরিয়া-১৫ কেজি, ডিএপি-৭ কেজি, এমপি-১০ কেজি, জিপসাম-৫ কেজি এবং দস্তা ০.৭ কেজি। শেষ চাষের সময় ১ থেকে ৩ ভাগ ইউরিয়া এবং অন্যান্য সব সার প্রয়োগ করতে হবে। ২য় কিস্তি ইউরিয়া ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি কাইচথোড় আসার ৫-৬ দিন পূর্বে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধু জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে। অন্যদিকে, বোনা আউশের ক্ষেত্রে ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময় এবং ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৩৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সাধারণত হাত দিয়ে বা নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে। রোপা আউশ ধানের ক্ষেত্রে প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক হিসেবে বেনসালফিউরন মিথাইল+এসিটাক্লোর, মেফেনেসেট+বেনসালফিউরন মিথাইল ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশের জন্য প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক হিসেবে পেনডামিথাইলিন, অক্সাডায়ারজিল এবং অক্সাডায়াজন আগাছানাশক বপনের ২/৩ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর সময় বা বীজবপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মতো চারা রোপণ/বপনের জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে। সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে জমিতে জো অবস্থা বিরাজমান না থাকলে অঙ্কুরিত বীজ জমিতে কাদা করে লাইনে ছিটিয়ে বীজ বপন করতে হবে।

আউশ মৌসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ, টুংরো এবং বাকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়। খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমির পানি বের করে দিয়ে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে।

আউশের মুখ্য পোকাগুলো- মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং এবং বাদামি গাছ ফড়িং। পোকা দমনে আলোর ফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। মাজরা এবং বাদামি ঘাসফড়িং পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনে কীটনাশক সানটাপ ৫০ পাউডার এবং থ্রিপস, সবুজ পাতা ফড়িং ও গান্ধি পোকা দমনের জন্য কার্বোসালফান কীটনাশক মারশাল ২০ ইসি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮০ ভাগ ধান পাকলে ধান কাটতে হবে। তাড়াতাড়ি মাড়াইয়ের জন্য ধান মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। বাদলা দিনে ধান মাড়াই করে সাধ্যমত ঝোরে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নীচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ভালো ফলন পেতে হলে ভালো বীজের প্রয়োজন। এজন্য যে জমির ধান ভালোভাবে পেকেছে, রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হয়নি এবং আগাছামুক্ত সেসব জমির ধান বীজ হিসেবে রাখা। ধান কাটার আগেই বিজাতীয় গাছ সরিয়ে ফেলতে হবে। যেসব গাছের আকার-আকৃতি, শিষের ধরন, ধানের আকার-আকৃতি, রং ও শুঙ এবং ধান পাকার সময় জমির অধিকাংশ গাছ থেকে একটু আলাদা সেগুলোই বিজাতীয় গাছ। সব রোগাক্রান্ত গাছও অপসারণ করতে হবে। এরপর ফসল কেটে মাঠে শুকনো স্থানে রাখতে হবে এবং আলাদা মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে মজুত করতে হবে।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
Date: 11-04-2024 (Page: 01,11)

Cooperatives can boost agri production: PM

UNB, *Gopalganj*

Prime Minister Sheikh Hasina on Friday stressed the need for cooperatives in every area throughout the country in order to boost agricultural production, alleviate poverty and create scope for micro-savings.

"Our (political) leaders should be sincere to enhance production, alleviate poverty and make arrangements for micro-savings through cooperatives in every area," she said.

The premier said this while exchanging views with the members of Dariarkul Gram Unnayan Samity, a village-level cooperative society, at Tungipara Upazila Awami League Office in Gopalganj District.

She said her government has been implementing multifaceted programmes to make each of the countrymen economically solvent.

"We have been working to make each of the people financially solvent by taking up >> **Page-11 Col 6**

Cooperatives can boost agri

From Page-1

multi-dimensional programmes," she said.

The premier briefly highlighted her government's different programmes including "My House, My Farm", Start-up programme, universal pension scheme and collateral-free bank loans for self-employment.

"We have taken many initiatives to improve the living standard of the people by stamping out poverty," she said.

The PM said if the programmes taken by her government are implemented properly none will remain poor in the country.

Sheikh Hasina, who is the adviser of the Dariarkul Gram Unnayan Samity appreciated the initiative of reviving the cooperatives system.

She asked the authorities concerned to spread the idea of forming cooperatives across Bangladesh to increase food production and thus make Bangladesh self-reliant.

The Dariarkul cooperative society has been built on 9.05 acres of land donated by Sheikh Hasina.

In the cooperatives system, the ownership of the land will not be changed, while the profit from the crops production on the land will be divided into three parts, she said.

Two shares of the profit will be given for the land owners and the farmers who give labour. The remaining share will be given to the fund of the cooperatives, she added.

The prime minister reiterated her call to bring every inch of land under cultivation to increase food production to cut dependency on others.

About the pension scheme, she said her government took the universal pension schemes for secured future life of the countrymen.

"We are not only working for the present but also for the future. The Universal Pension Scheme will secure future life of its beneficiaries," she said.

Hasina, also the President of Bangladesh Awami League, urged her party members to join the universal pension scheme for betterment of their old-age life.

Bangabandhu's youngest daughter Sheikh Rehana was present at the event.

Gopalganj Deputy Commissioner Kazi Mahbubul Alam moderated the view-exchange meeting.

Md Abdul Wadud, state minister for local government, rural development, and co-operatives; Sheikh Helal Uddin, member of parliament from the Bagerhat-1 constituency; Sheikh Salauddin, member of parliament representing Khulna-2; Md Shahid Ullah Khandaker, former senior secretary and designated representatives overseeing development projects in Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina's constituency Gopalganj-3; and Al-Beli Afifa, superintendent of police of Gopalganj were present at the event among the guests.

Besides, Gopalganj Mayor Sheikh Rakib Hossain and his family members, Gopalganj Awami League President Mahbub Ali Khan and the General Secretary GM Sahabuddin Azam, and other local AL leaders and activists attended the event.

Later, the prime minister distributed agricultural equipment and educational materials as well as financial grants among the poor and students.

The PM arrived at her ancestral home in Tungipara by road after crossing the Padma Bridge on Friday morning.

She paid tributes and offered prayers at the Mausoleum of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

the daily observer
We stand for people's rights
Date: 10-04-2024 (Page: 12)

Stop eating polished rice to help reduce its price: Food Minister

Staff Correspondent

Food minister Sadhan Chandra Majumder on Thursday requested consumers to stop eating shiny polished rice in order to reduce the price of the staple.

"The government is working to stop rice polishing process by making a new law. We have also stopped marketing rice under different names like Miniket. I would say to the consumers 'stop eating shiny rice, the price of rice will come down and we will also be able to export rice," he said while inaugurating an international exhibition at the International Convention City Bashundhara (ICCB) in the city as the chief guest.

After polishing, there remains no nutrient in rice except carbohydrate, he said, adding that the polishing process of rice involves electricity cost and labour wage and these extra costs are ultimately added to the price of rice.

Sadhan Majumder said, "We destroy around 12 lakh tonnes of rice every year by polishing, out of around 4 crore tonnes of rice we grow annually. Once we stop polishing rice, we can export at least half of the quantity. As we have adequate stocks of rice in the country, we will be able to export 5 to 7 lakh tonnes of rice by stopping polishing rice."

"That's why the government is going to implement the new law from this Aman season. The rice millers who will polish rice will be punished or penalised for the offence of polishing rice," he warned.

According to the organisers, food, agro-technology, poultry, dairy products, medical equipment and health tourism are on display at the International Exhibition.

The Global USA organiszed the exhibition. More than 100 companies from 15 countries including Bangladesh, Turkey, India, Singapore, Germany, South Korea, Sri Lanka and China are participating in the three-day which ends on Saturday.

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ১০-০৫-২০২৪ (পৃঃ ১,১৫)

বিশেষ সাক্ষাৎকার

বোরো নিয়ে উদ্বেগ নেই ধান কাটা হয়েছে ৪০%

দীর্ঘ খরা মোকাবেলার পর এখন ছায়া ফেলেছে ঝড় ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা। বোরো ধান ঘরে তোলা নিয়ে তাই উদ্বেগ রয়েছে। পাশাপাশি কৃষিতে সারের ব্যবহার, কৃষি কার্যক্রমে সুশাসন ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মতো বিষয় নিয়ে কালের কণ্ঠ'র সঙ্গে কথা বলেছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক **বাদল চন্দ্র বিশ্বাস**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাইদ শাহীন**

বাদল চন্দ্র বিশ্বাস

কালের কণ্ঠ : চলতি মৌসুমে ধানের উৎপাদন পরিস্থিতি কেমন দেখছেন?

বাদল চন্দ্র বিশ্বাস : দেশে প্রতিবছর আবাদি জমি কমছে। দেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে তৎপর থাকতে হচ্ছে। এ বছর সারা দেশে ৫০ লাখ ৫৮ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ২০ হাজার হেক্টর বেশি। এবার বোরোতে চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা দুই কোটি ২২ লাখ টন। বোরোর আবাদ বাড়াতে কৃষকদের ২১৫ কোটি টাকার বীজ, সার ইত্যাদি বিনা মূল্যে দেওয়া হয়েছে। এবার সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শুধু হাওরে চার লাখ ৫৩ হাজার ৪০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। এখন পর্যন্ত চার লাখ ৩৮ হাজার হেক্টর জমির ধান কাটা হয়ে গেছে। আর সারা দেশে এখন পর্যন্ত ৪০ শতাংশ বোরো ধান কাটা হয়েছে। চলতি মে মাসের মধ্যেই দেশের সব ধান কাটা সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি। প্রতিবছর ধান আবাদে সার্বিক উন্নয়নের কারণে চালের উৎপাদন বাড়ছে। এ জন্যই খাদ্য

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ২

বোরো নিয়ে উদ্বেগ নেই

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

উৎপাদনে সফলতা পাওয়া বিশ্বের ১০টি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ। সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে যেখানে সম্ভব সেখানেই আমরা আবাদ বাড়াচ্ছি।

কালের কণ্ঠ : খরা ও পাহাড়ি ঢল মোকাবেলায় কী কী পদক্ষেপ নিলেন?

বাদল চন্দ্র বিশ্বাস : চলতি বছরে বোরো মৌসুমে প্রধান দুটি প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। খরা মোকাবেলা করে যখন কৃষক সফলতা এনেছেন ঠিক সেই সময়ে পাহাড়ে আগাম বন্যার ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। হাওরের ফসল ঝুঁকিমুক্ত করতে বর্তমান সরকার বহুমুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। সরকার ৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে হাওরের কৃষকদের ধান কাটার যন্ত্র দিয়েছে। হাওরভুক্ত সাতটি জেলায় এবার চার হাজার ৪০০টির বেশি কম্বাইন হার্ভেস্টার দিয়ে ধান কাটা চলছে।

অন্যদিকে খরা মোকাবেলায় কৃষক পর্যায়ে নানা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। খরা মোকাবেলা করতে গিয়ে কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়েছে। কেননা গড়ে প্রায় চারটি সেচ বেশি দিতে হয়েছে। সেচের সুবিধাসহ পানি ধরে রাখতে গ্রামীণ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া নিরবচ্ছিন্ন সেচের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে বোরো ধান সফলভাবে ঘরে তুলতে পারলে দেশে খাদ্য নিয়ে তেমন কোনো ঝুঁকি থাকবে না। ধানের যে দাম রয়েছে তা বহাল থাকলে কৃষকের কোনো ক্ষতি হবে না।

কালের কণ্ঠ : আগামী মৌসুমের জন্য কী কৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে?

বাদল চন্দ্র বিশ্বাস : আগামী মৌসুমের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হলো সেচভিত্তিক শস্য আবাদে আরো সচেতন হওয়া। কেননা সেচের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকের খরচ কমিয়ে এনে ফলন বাড়ানো সম্ভব। আমাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকবে অল্প জমিতে বেশি ফলন ফলানো। আমরা শস্যের উৎপাদন বাড়াতে চাই। কোনোভাবেই ধানের জমি কমুক, আমরা তা চাই না। কেননা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাবারের চাহিদাও বাড়ছে। প্রধান খাদ্যের চাহিদা মেটানো গেলে খাদ্য নিরাপত্তা অনেকটাই স্থিতিশীল থাকবে। এ জন্য ধানের আবাদ বাড়ানোর উদ্যোগ থাকবে। এ জন্য উচ্চ ফলনশীল জাত কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো হচ্ছে। দুর্যোগপ্রবণ ও পতিত এলাকায় ধানের আবাদ বাড়ানো হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় এখন নানা ধরনের শস্য হচ্ছে। পাহাড়ি এলাকায়ও আবাদ বাড়াতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। এ ছাড়া হাওর অঞ্চলে শস্যের আবাদ বাড়ানোর নানা পরিকল্পনা রয়েছে। এ জন্য কৃষককে যন্ত্রে সর্বোচ্চ ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ : কৃষিতে সারের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারে কী উদ্যোগ নিচ্ছেন?

বাদল চন্দ্র বিশ্বাস : কৃষিতে এখনো শতভাগ নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় সারের ব্যবহার হয় না, এটা সত্য। তবে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি সারের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারে। এ জন্য আমরা 'ফসলী' অ্যাপ চালু করেছি। এ অ্যাপের মাধ্যমে সারের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কৃষক জমিতে দাঁড়িয়ে দরকারি তথ্য তুলে দিলে অ্যাপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সারের প্রয়োজনীয় পরিমাণ বলে দিতে পারবে। এতে কৃষক সার ব্যবহার কমিয়েও ভালো ফলন পাবেন। এভাবেই আমরা কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি।

কালের কণ্ঠ : কৃষি প্রকল্পে সুশাসন ও সর্বোচ্চ দক্ষতা আনতে কী উদ্যোগ থাকছে?

বাদল চন্দ্র বিশ্বাস : দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এগিয়ে নিতে কৃষিতে নানা প্রকল্প চলমান। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে যন্ত্রপাতি দেওয়া হচ্ছে। উন্নত সেচ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ছাড়া উচ্চমূল্যের ফসল ফলানোর পাশাপাশি রপ্তানি উপযোগী শস্য আবাদে কৃষকদের পথ দেখানো হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি উপকরণের সাশ্রয়ী ব্যবহারের কৌশল প্রচার করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পে সুশাসন নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মেনে সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ : সারা বিশ্বের কৃষিতে ড্রোনের ব্যবহার বেড়েছে, বাংলাদেশে কেন বাড়ছে না?

বাদল চন্দ্র বিশ্বাস : অনেক সময় দুর্গম এলাকায় পৌঁছা সম্ভব হয় না। আবার দুর্যোগের মধ্যে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে ড্রোন বেশ কার্যকর। এ ছাড়া কৃষি উপকরণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহার প্রয়োজন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি নিরূপণ, সরকারি প্রণোদনা, পরিকল্পনাসহ যেকোনো উদ্যোগ নিতে হলে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা ও জরিপ চালাতে এটির ব্যবহার প্রয়োজন। এরই মধ্যে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কারিগরি দল তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ফসলের মনিটরিং ও ক্ষতি মূল্যায়নে ড্রোন ও স্যাটেলাইটের চিত্র আরো বেশি করে ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)। এ বিষয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে আমাদের কার্যক্রম চলছে। ড্রোন ও স্যাটেলাইট চিত্র ব্যবহার করে মাঠের ফসল মনিটরিং এবং আকস্মিক বন্যায় আক্রান্ত ফসলের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হবে। ড্রোনের মতো আধুনিক প্রযুক্তি কৃষিতে যুক্ত হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য-উপাত্তের জন্য ড্রোন ছাড়াও কৃষিতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (৪আইআর), আইওটি, রোবটিকসসহ নানা প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রযুক্তির ব্যবহারে আমরা কৃষককে কোনোভাবেই পিছিয়ে রাখতে চাই না।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৪ (পৃঃ ১৫)

ব্রি উদ্ভাবিত এসিআই বায়ো-অর্গানিক সার ব্যবহারে টিএসপি/ডিএপি ছাড়াই সম্ভব ধানের উৎপাদন

যশোরের ঝিকরগাছায় অবস্থিত এসিআই ফার্টিলাইজারের গবেষণা কেন্দ্রে মঙ্গলবার মাঠ দিবস আয়োজন করেছে। এসিআই ফার্টিলাইজার তাদের গবেষণা কেন্দ্রের জমিতে ধান চাষে হেক্টরপ্রতি ৫০০ কেজি ব্রি উদ্ভাবিত বায়ো অর্গানিক সার ব্যবহার করেছে, যেখানে কোনো প্রকার টিএসপি বা ডিএপি সার ব্যবহার করা হয়নি। এছাড়াও শতকরা ৩০ ভাগ নাইট্রোজেন অর্থাৎ ইউরিয়া কম ব্যবহার করা হয়েছে। এতে করে গবেষণা কেন্দ্রের ধানে শতভাগ অনুমোদিত মাত্রায় রাসায়নিক সারের চাইতেও এই ধানের ট্রায়াল প্লটে বিঘায় ২ মন ধানের ফলন বেশি হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৪ (পৃঃ ১৬,১৫)

ছাঁটাই করায় নষ্ট হচ্ছে ২০ লাখ মেট্রিক টন চাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে ধানের জাত, উৎপাদনের তারিখ ও বিক্রয়মূল্য সংবলিত চালের বস্তা বাজারে আসবে। আর আগামী ছয় মাসের মধ্যে চাল ছাঁটাই করা বন্ধ করা হবে। এর পরও কেউ যদি চাল ছাঁটাই করে চিকন করে, তবে তাদের মেশিন জব্দ করা হবে।

রাজধানীর শাহবাগে গতকাল বুধবার বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের (বিএফএসএ) প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত 'খাদ্যবাহিত রোগ ও স্বাস্থ্য বিপত্তি নিরসনে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে বিএফএসএ।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'চকচকে চাল খাওয়ার ফলে আমাদের জাতীয় ক্ষতি হচ্ছে। এই চকচকে চাল খেতে গিয়ে শুধু পলিশ করার কারণে ১৬ থেকে ২০ লাখ মেট্রিক টন চাল নষ্ট হয়। চাল পলিশ করার সময় স্যালাইন পানি বা মেডিসিন ব্যবহার করা হয়। আমরা আইন করেছি, মিনিকেট চাল থাকবে না। পহেলা বৈশাখ থেকে সেই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চালের বস্তার গায়ে ধানের জাতের নাম, উৎপাদনের তারিখ ও দাম উল্লেখ করতে হবে। বাজারে এখনো এই চাল পুরোপুরি আসেনি, তবে আসতে শুরু করেছে। এখনো বাজারে পুরনো চাল আছে। সেগুলো শেষ হওয়ার পর আগামী তিন মাসের মধ্যে নতুন বস্তার চাল ছাড়া অন্য চাল পাওয়া যাবে না। যে আইন করা হয়েছে, আগামী দুই, চার বা ছয় মাস পর আর পলিশ করা চাল উৎপাদন করা যাবে না। এর পরও যারা পলিশ করবে, আমরা তাদের মেশিন জব্দ করব। কষ্ট লাগে, চালের পুষ্টি ছাঁটাই করে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।'

ভোক্তাদের অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, 'ভোক্তাদের অভ্যাসে দোষ আছে। একমাত্র বাংলাদেশে চালের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট ছাড়া অন্য পুষ্টি উপাদান নেই। আমরা যদি আইন করে দিই পলিশ করা চকচকে চাল খাবেন না, কেউ মানবেন? মানবেন না। বাড়িতে জাফরান রং দিয়ে জর্দা, বিরিয়ানি বানান। বিয়েবাড়ির খাবারও জাফরান রং দিয়ে বানান। খুব সুন্দর করে সেজেগুজে গিয়ে সেগুলো আমরা তৃপ্তি করে খাই। আর এভাবে ক্যান্সারের বীজ শরীরে নিয়ে নিই। অনেকে রঙিন আইসক্রিম কিনে খায়। এ জন্য ভোক্তারা

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ২

ছাঁটাই করায় নষ্ট হচ্ছে ২০ লাখ মেট্রিক টন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

যদি নিজেদের অভ্যাস পরিবর্তন না করে, তাহলে আইন করে কিছু হবে না।'

অনুষ্ঠানে খাদ্যসচিব মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, 'অতিরিক্ত তেল ব্যবহার, অতিরিক্ত তাপে রান্না করে আমরা কখনো কখনো খাদ্যকে অখাদ্য বানিয়ে ফেলি। এ জন্য মানুষকে সচেতন হতে হবে। তাহলেই খাদ্য নিরাপদ করা সম্ভব হবে।'

সেমিনার শুরুর আগে 'বিএফএসএর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের আওতায় সাতটি মোবাইল ল্যাবের উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী, যেগুলোর মধ্যে একটি রাজধানীতে, অন্য ছয়টি বিভাগীয় পর্যায়ে খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা করবে। গাড়িতে স্থাপন করা মোবাইল ল্যাবগুলো চীন থেকে আনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, ভ্রাম্যমাণ এসব ল্যাবের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক খাদ্যে ভেজাল শনাক্ত ও দূষণ রোধ করা যাবে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জাকারিয়া, সদস্য আবু নূর মো. শামসুজ্জামান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিভেন্টিভ ও সোশ্যাল মেডিসিনের ডিন ডা. মো. আতিকুল ইসলাম প্রমুখ।